দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ২৩/১২/২০০৩
পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৫

২০৪

রংপুর (দক্ষিণ) সংবাদদাতা ॥ পাসের নিশ্চয়তা না থাকায় জেলার অনেক কলেজে ছাত্রের অভাব
দেখা দিয়াছে। সরকারী বেগম রোকেয়া মহিলা কলেজের একজন শিক্ষক জানায়, বেশীরভাগ
শিক্ষার্থী নকলের সুবিধার জন্য মফস্বলের নকলখ্যাত কলেজগুলিতে ভর্তি হইতেছে। ফলে ভাল
ভাল কলেজগুলিতে শিক্ষার্থী সংকট দেখা দিয়াছে। পরীক্ষা কেন্দ্রবিহীন বেসরকারী কলেজগুলি
তাহাদের অস্তিত্ব টিকাইয়া রাখিবার জন্য ভুয়া শিক্ষার্থী দেখাইতেছে বলিয়া অভিযোগ পাওয়া
গিয়াছে। জানা গিয়াছে, রংপুর জেলায় সরকারী কলেজ ৩টি, বেসরকারী উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ
২৬টি, বেসরকারী ডিগ্রী কলেজ ১৫টি, আলিম মাদ্রাসা ২৮টি, ফাজিল মাদ্রাসা ৩৫টিও কামিল
মাদ্রাসা ২টি। চলতি বছর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা জেলার মোট ২০ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। ইহার মধ্যে
সবচাইতে বেশী নকল যে সকল কেন্দ্রে হয় সেগুলি হইতেছে হারাগাছ কলেজ, বদরগঞ্জ কলেজ,

রংপুরের উচ্চ শিক্ষার পরিস্থিতি

বেশীরভাগ শিক্ষার্থী নকলের সুবিধার্থে গ্রামের কলেজসমূহে ভর্তি হয়

কাউনিয়া মহিলা কলেজ, গংগাচড়া কলেজ, পীরগঞ্জ কলেজ, পীরগাছা কলেজ, মিঠাপুকুর কলেজ
ও শঠিবাড়ী কলেজ। গত বছর সাত শতাধিকেরও বেশী পরীক্ষার্থী ডিগ্রী পরীক্ষায় পাস করিয়াছে।
উচ্চ মাধ্যমিক ও ডিগ্রী পরীক্ষা শুরু হইবার আগে দেশের বিভিন্ন জেলা শহর হইতে ছাত্ররা আসিয়া
ফরম পূরণ করিয়া থাকে। অনেক পরীক্ষার্থীর নিকট হইতে ফরম পূরণ বাবদ ৭/৮ হাজার টাকা
পর্যন্ত আদায় করা হয়। ফরম পূরণের 'ব্যবসায়ে' কলেজের বহু শিক্ষক ও কর্মচারী প্রচুর টাকার
মালিক হইয়াছেন। উচ্চ মাধ্যমিক কেন্দ্রের পাশাপাশি ডিগ্রী পরীক্ষা কেন্দ্র রহিয়াছে ১২টি। মাধ্যমিক
পরীক্ষায় যাহারা ভাল করিয়াছে তাহারা সরকারী বা নামকরা কলেজগুলিতে ভর্তি হইলেও শতকরা
৭০ ভাগ শিক্ষার্থী নকলের আশায় যে সকল কলেজে পরীক্ষা কেন্দ্র রহিয়াছে সেই সকল কলেজে
গিয়া ভর্তি হয়। বিপাকে পড়িয়াছে কেন্দ্রবিহীন কলেজগুলি। গত কয়েক বছরে প্রভাবশালী মহল ও
রাজনৈতিক কারণে ইউনিয়ন পর্যায়ে অসংখ্য কলেজ গড়িয়া উঠিয়াছে। এই সকল কলেজে শ্রেণী
কক্ষ, বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম পাঠাগার এবং চেয়ার-টেবিলের অভাব। শিক্ষক নিয়োগের নামে কলেজ
কমিটির কর্মকর্তারা মোটা অংকের ডোনেশন গ্রহণ করিয়াছেন। সুযোগ-সুবিধা না থাকায় শিক্ষার্থীরা
এই সকল কলেজে ভর্তি হইতেছে না।